মেহেরপুরে দুটি স্কেভেটর পুড়িয়ে দিয়েছে দূর্বৃত্তরা

মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাকপুর গ্রামে ইটভাটার দুইটি স্কেভেটর পুড়িয়ে দিয়েছে দূর্বৃত্তরা।
সোমবার দিবাগত মধ্যরাতের কোনো এক সময় পোড়ানোর এই ঘটনা ঘটে। স্কেভেটরের মালিক হায়াত আলীর ভাগ্নে সুজন আহম্মেদ বলেন, প্রতিদিনের মতো ইটভাটায় স্কেভেটর রেখে রাতে বাড়িতে চলে আসি। সকালের দিকে খবর পাই রাতে স্কেভেটর দুটি আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। স্কেভেটর দুটির মুল্য প্রায় ৪০ লাখ টাকা।
এঘটনায় মেহেরপুর সদর থানায় একটি অভিযোগ
দেওয়া হয়েছে।
মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
(ওসি) সাইফুল ইসলাম বলেন, একটি লিখিত আবেদন
পাওয়া গেছে। খোঁজ খবর নিয়ে আইনগত ব্যবস্থা
নেওয়া হবে।

মেহেরপুরে পরিবেশ অধিদপ্তরকে আদালতের স্বপ্রণোদিত আদেশ

পরিবেশ অধিদপ্তরের তথ্য মতে মেহেরপুর জেলায় মোট ৯৩ টি ইটভাটা আছে। এর মধ্যে একটি বাদে সবগুলো ইটভাটা অবৈধ। বছরের পর বছর এটা নিয়ে সংবাদ প্রচারিত হলেও কোন কার্যকর ব্যবস্থা নেয়নি প্রশাসন। গত ১৭ মে, ২০২৩ খ্রি তারিখ দৈনিক কালের কন্ঠ ১১ মে মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকায় “ইট ভাটায় ভ্রাম্যমাণ করাতকল, গাছ উজার” শিরোনামে একটি সচিত্র সংবাদ প্রকাশিত হয়।

সংবাদটি মেহেরপুর পরিবেশ সংক্রান্ত স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট এস, এম, শরিয়ত উল্লাহ্ এর নজরে এলে তিনি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এ বিষয়ে আদেশ প্রদান করেন।

আদালতের আদেশে উল্লেখ করা হয় যে, প্রকাশিত সংবাদ দৃষ্টে ৯৩ টির মধ্যে একটি ব্যতীত সকল ইটভাটা অবৈধভাবে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে এবং আবাসিক এলাকা ও আবাদী কৃষি জমির পাশে ইট ভাটা স্থাপন, কৃষি জমির উর্বর মাটি দিয়ে ইট প্রস্তুত, এমনকি প্রকাশ্যে ইট ভাটার মধ্যে নিষিদ্ধ করাত কল স্থাপন করে বেআইনিভাবে কয়লার পরিবর্তে গাছ-কাঠা দিয়ে ইট পোড়ানো হচ্ছে মর্মে দেখা যায়।

এমতাবস্থায়, উক্ত সংবাদটি সঠিক হয়ে থাকলে তা পরিবেশ সংরক্ষন আইন, ১৯৯৫, ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রন) আইন, ১৯৮৯, সহ পরিবেশ সংরক্ষন বিধিমালা ও ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রন) বিধিমালার সুস্পষ্ট লংঘন এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

আদালত তার আদশে আরও উল্লেখ করেন যে, মেহেরপুর একটি কৃষি প্রধান অঞ্চল। এই জেলায় প্রচুর পরিমান শাক-সব্জি, ফল-মূল এবং ফসল উৎপাদিত হয়। আবাসিক এবং ফসলী জমির পাশে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা ইট ভাটার কারনে শুধু যে সাধারন মানুষের জীবন ও সম্পদের ক্ষতি হচ্ছে তা নয় বরং কৃষি ও পরিবেশের ব্যপক ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। দীর্ঘদিন যাবত এবিষয়ে বিভিন্ন গনমাধ্যমে লেখালেখি এবং আলোচনা সমালোচনা হলেও প্রশাসন কিংবা পরিবেশ অধিদপ্তর কোন দৃশ্যমান ও কার্যকর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন করেনি মর্মে আদালতের গোচরীভূত হয়েছে।

এমনকি আদালত হতে পরিবেশ অধিদপ্তর, কুষ্টিয়াকে ইতিপূর্বে অবৈধ এবং পরিবেশের দূষণকারী ইটভাটাসমূহের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহনের নির্দেশ প্রদান সত্বেও অদ্যাবধি কোন ইটভাটা বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে পরিবেশ আদালতে কোন মামলা দায়ের করা হয়নি। আদালতের আদেশের পর কয়েকটি ভাটায় অভিযান পরিচালনা করে সামান্য জরিমানার করা হলেও কঠোর ও কার্যকর কোন ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়নি। আদালতের আদেশের পর কয়েকটি ভাটায় অভিযান পরিচালনা করে সামান্য জরিমানার করা হলেও কঠোর ও কার্যকর কোন ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়নি মর্মে দেখা যায়। ফলে জরিমানা পরিশোধ করে পুনরায় সেসকল ভাটা আইনের বিধান লংঘন করে পরিবেশ দূষণ এবং মানুষের জীবন ও সম্পদের জন্য ক্ষতিকর কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

অথচ পরিবেশ অধিদপ্তর, কুষ্টিয়ার উপপরিচালকের স্বীকৃতমতেই মেহেরপুরের একটি ব্যতীত সকল ইট ভাটা অবৈধ। মহামান্য সুপ্রীম কোর্ট এবং সরকার পরিবেশ দূষণের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান গ্রহন করেছে। পরিবেশ সংরক্ষনের জন্য সরকার পরিবেশ সংরক্ষন আইন, ১৯৯৫ সহ

অনেকগুলো বিশেষ আইন ও বিধি প্রনয়ন করেছে। উক্ত আইনের ধারা ৩ এর বিধান অনুযায়ী পরিবেশ অধিদপ্তর গঠন করা হয়েছে।

অধিদপ্তরকে পরিবেশ সংরক্ষন, পরিবেশগত মানোন্নয়ন এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রন ও প্রশমনের গুরুত্বপুরন দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। বৃহত্তর জেলা পর্যায়ে অধিদপ্তরের কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। পরিবেশ সংক্রান্ত আইন ও বিধি লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহনের ক্ষমতা অধিদপ্তরকে প্রদান করা হয়েছে।

সরকার উক্ত আইন ও বিধি সমূহ লংঘনের ক্ষেত্রে কঠোর সাজার বিধান এবং দ্রুত বিচারের নিমিত্ত পরিবেশ আদালত আইন, ২০০০ প্রনয়ন করেছে। উক্ত আইন দ্বারা পরিবেশ সংক্রান্ত অপরাধ দ্রুত বিচারের জন্য পরিবেশ আদালত এবং স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। অথচ বিগত ২৩ বছরে মেহেরপুরের পরিবেশ আদালত ও স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে কোন মামলা দায়ের করা হয়নি মর্মে আদালত তার পর্যবেক্ষণে উল্লেখ করেন।

ইতিপূর্বে আদালতের নির্দেশ এবং স্বীকৃতমতে প্রায় শতভাগ অবৈধ ইটভাটা থাকা সত্বেও কোন ইটভাটার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের না করার ঘটনাটি বেশ বিস্ময়কর ও আশ্চর্যজনক। যৌক্তিক কোন কারণ ছাড়া জেলা পরিবেশ অধিদপ্তর সব জেনেশুনেও অবৈধ প্রতিষ্ঠান এবং সংশ্লিষ্ট অপরাধিদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহন না করার ঘটনাটি স্পস্টতই দায়িত্ব অবহেলা বলে আদালত অভিমত প্রদান করেন।

বিধায় জনস্বার্থে The Code of Criminal Procedure, 1898 এর ধারা ১৯০ (১) (গ) অনুযায়ী পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদটি বিবেচনায় নিয়ে উপপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, কুষ্টিয়াকে এ বিষয়ে তদন্ত ও উপযুক্ত আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ পূর্বক আগামী ১ জুন আদালতে হাজির হয়ে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ প্রদান করে আদালত।

মেহেরপুরে ইটভাটায় ‘স’ মিল;

দেখতে পায় না প্রশাসন

মেহেরপুরের ৯৩ টি ইটভাটায় নির্বিচারে পোড়ানো হচ্ছে কাঠ। আর এসব ইটভাটায় কাঠ পোড়াতে বসানো হয়েছে ভ্রাম্যমাণ ‘স’ মিল।

সদর উপজেলার মেহেরপুর-কাথুলি রাস্তার পাশেই এআরবিসিসহ জেলার বিভিন্ন ইটভাটায় বসানো হয়েছে অস্থায়ী ‘স’ মিল। আইন ও সরকারি বিধি-বিধানের তোয়াক্কা না করেই আবাদি জমির পাশেই গড়ে তোলা হয়েছে পরিবেশ বিপর্যয়কারী এসব ভাটা ও ‘স’ মিল। এসব ভাটায় কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে কৃষি জমির উর্বর মাটি। গাছ ও জমির উর্বর মাটি উজাড়ের মাধ্যমে পরিবেশ ধ্বংসের প্রক্রিয়া চলমান থাকলেও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রশাসন কঠোর ব্যবস্থা নিচ্ছেনা ।

আরো অভিযোগ রয়েছে, ইটভাটাগুলোতে এসব জ্বালানি কাঠ যাচ্ছে সরকারি, বেসরকারি ও ব্যক্তি মালিকানাধীন বাগান থেকে। ইটভাটায় গাছের ছোট ছোট ডালপালা বা পাতা ব্যবহার হয় না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মোটা মোটা গাছ করাত দিয়ে কেটে ছোট ছোট টুকরা করে ইটভাটার চুল্লিতে পোড়ানো হচ্ছে।

মেহেরপুর-কুষ্টিয়া রাস্তার পোড়াপাড়া নামক স্থানে পাশাপাশি ৪টি ইটভাটায় বসানো হয়েছে ভ্রাম্যমাণ স’মিল। প্রশাসনের নাকের ডগায় রাতদিন সমানতালে ভ্রাম্যমাণ ‘স’ মিলে চলছে কাঠ ফাড়াই। এখানে মোটা মোটা কাঠের গুলি জড়ো করে চেরাই করা হচ্ছে।এসব ইটভাটা শতশত বিঘা আবাদি জমি দখল করে গড়ে উঠেছে। এসব অবৈধ ভাটায় স’মীল বসিয়ে উজাড় করা হচ্ছে গাছপালা। অবাধে পোড়ানো হচ্ছে কাঠ।

অবৈধ ‘স’ মীলের মালিক ছাতিয়ান গ্রামের হানিফ বলেন, আমার মোট ৩টি ‘স’ মীল রয়েছে। প্রতিটি ‘স’ মিলে ৫/৬ জন করে শ্রমিক কাজ করেছন। প্রতি শ্রমিকের মজুরী এক হাজার টাকা। তিনি বলেন, প্রতিদিন একটা ‘স’ মিলে ৪০০ মন কাঠ ফাড়াই করা হয়।

‘স’ মিলের শ্রমিক আক্তার হোসেন মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন, প্রতি মন কাঠ চেরাই করেত ২২ টাকা করে নেওয়া হয়।

ইটভাটার একজন শ্রমিক নাম প্রকাশ না করার শর্তে মেহেরপুর প্রতিদিনিকে বলেন, ৪ লাখ ইট তৈরি করতে ভাটায় ২০ থেকে ২২ দিন সময় লাগে। এতে প্রায় ৩৫ হাজার মণ কাঠ পোড়ানো হয়।

এব্যাপারে একজন ভাটার মালিক নাম প্রকাশ না করার শর্তে মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন, গাংনী-ধানখোলা রোডে পরপর ৪টি, মালশাদহ-হাড়িয়াদহ রোডে ৩ টি ইটভাটা রয়েছে। এরা সবাই কাঠ ও খড়ি পোড়ায়। প্রায় ভাটায় স’মিল বসিয়ে কাঠ ফাড়ায় করা হয়।

এআরবিসি ইট ভাটার মালিক রবিউল ইসলাম, দিপু ও জিয়ারুলের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করলেও তাদের পাওয়া যায়নি।

প্রায় অর্ধশত বিঘা আবাদি জমি দখল করে গড়ে উঠেছে এআরবিসি এটাভাটা। আর সেখানেই ‘স’ মেশিন বসিয়ে প্রতিদিন ফাড়াই করা হচ্ছে প্রতিদিন শতশত ট্রাক গাছের গুড়ি। মেশিনে ফাড়ায় করে এসব কাঠ ভাটায় পোড়ানো হচ্ছে।

তবে, ভাটা মালিকরা মেহেরপুর প্রতিদিনিকে জানান, কিছু কিছু কাঠ ভাটায় পোড়াতে হয়। এদিকে ইটভাটায় ট্রাক্টর দিয়ে মাটি টানার ফলে কোটি কোটি টাকা ব্যায়ে নির্মিত গ্রামীণ রাস্তাগুলোর বেহাল দশা। এসব ইট ভাটার গাড়ি চলাচলের কারনে রাস্তার এমন অবস্থা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন এলাকাবাসি।

কুষ্টিয়া পরিবেশ অধিদপ্তরের উপ পরিচালক আতাউর রহমান বলেন, অবৈধ ইট ভাটার বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রয়েছে। তাদের ভাটায়ও অভিযান চলবে, এবং অবৈধ ইট ভাটার মালিকের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মুজিবনগরের ৯ ইটভাটাকে ১৭ লাখ ৩০ হাজার টাকা জরিমানা, একটি বন্ধ

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার ৯টি ইট ভাটায় অভিযান চালিয়ে ১৭ লাখ ৩০ হাজার টাকা জরিমানা এবং আয়ান ব্রিকস নামের একটি ইট ভাটার আংশিক উচ্ছেদ করে ভাটা কার্যক্রম বন্ধ করে দিয়েছে পরিবেশ অধিদপ্তরের ভ্রাম্যমাণ আদালত।

গতকাল মঙ্গলবার (১৭ জানুয়ারি) দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত খুলনা পরিবেশ অধিদপ্তরের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আশিফুর রহমানের নেতৃত্বে উপজেলাজুড়ে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়। অবৈধভাবে ইটভাটা পরিচালনা এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র না থাকায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

মুজিবনগর উপজেলার ভবানীপুরে রফিকুল ইসলামের গাজী ব্রিকসে ২ লক্ষ ১০ হাজার টাকা, ফারুক হোসেন এর জবা ব্রিকসে২ লক্ষ ১০ হাজার টাকা, গোপালনগর গ্রামের মোজাম্মেল হকের বিবিই ব্রিকসে ২ লক্ষ ১০ হাজার টাকা, মোনাখালী গ্রামের এমএনবি ব্রিকসে ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা, গৌরীনগরের তৌফিকুল বারীর, মুকুল ব্রিকসে ২ লক্ষ টাকা, দারিয়াপুরে রোকনুজ্জামানের হীরা ব্রিকসে ২ লক্ষ টাকা, নুরুল ইসলামের ডালিম ব্রিকসে ২ লক্ষ টাকা, মোনাখালীর মোঃ লাভলুর এমএনসি ব্রিকসে ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা, একই এলাকার মোঃ আব্দুর রশিদের শাপলা ব্রিকসে ২ লক্ষ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক পরিবেশ অধিদপ্তরের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আশিফুর রহমান জানান, মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর উপজেলার বিভিন্ন ইটভাটাতে অভিযান পরিচালনাকালে ভাটাগুলোতে পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র না থাকা, অবাধে কাঠ পোড়ানো, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিকট স্থানে এবং ফসলী জমি ধ্বংস করে ইটভাটা তৈরি করার অপরাধে মুজিবনগর উপজেলার নয়টি ইটভাটার কাছ থেকে ১৭ লাখ ৩০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।এ সময় মুজিবনগরের কেদারগঞ্জ বাজারে অবস্থিত আয়ান বিক্সকের আংশিক উচ্ছেদ করে ভাটা বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

তিনি জানান- এই অভিযান পর্যায়ক্রমে জেলার সব উপজেলায় চলবে। তিনি জানান-আদালত ইটভাটার মাটি পড়ে সরকারী রাস্তার ক্ষতি, জনদুর্ভোগ সৃষ্টি, সড়ক চলাচলকারীদের জন্য জীবনের হুমকী বিষয়টিকে দন্ডবিধির ২৯০ ও ৪৩১ ধারা অনুযায়ী ফৌজদারী অপরাধ হিসাবে গণ্য করেছেন। সেই সাথে জেলায় অধিকাংশ ইটভাটা লাইসেন্সবিহীন, অবৈধ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও আবাসিক এলাকা সংলগ্ন এবং ফসলী জমি ধ্বংস করে স্থাপন হওয়ার বিষয়টি ইটভাটা প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ এর ধারা ৪ ও ৮ এর লঙ্ঘন এবং উক্ত আইনের ধারা ১৪ ও ১৮ অনুযায়ী অর্থদন্ড ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে গণ্য করেছেন। পরিবেশ অধিদপ্তরের কুষ্টিয়া অঞ্চলের উপপরিচালক আতাউর রহমান বলেন, মেহেরপুর জেলায় ৯৩টি ইট ভাটার মধ্যে ১টি মাত্র ইটভাটার পরিবেশের ছাড়পত্র রয়েছে। অবৈধ এই সমস্ত ইটভাটা বন্ধে স্থানীয় প্রশাসনকে

তালিকা দিয়েও ব্যবস্থা না নেওয়ায় এই অভিযান শুরু হয়েছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক ইটভাটা মালিক অভিযোগ করে বলেন, আমাদের পরিবেশের অধিদপ্তরের লাইসেন্স দেওয়া হচ্ছে না। জেলা প্রশাসনসহ বিভিন্ন মহলকে প্রতিবছর মোটা অংকের টাকা দিয়ে ইটভাটা গুলো চালাতে হয়। পরিবেশ লাইসেন্স দিলে আমাদের নিতে সমস্যা নেই। কোটি কোটি টাকা বিনিয়োগ করে ব্যবসা করি। লক্ষ লক্ষ টাকা ভ্যাট ও ট্যক্স দিই। এরপরেও প্রতিবছর এভাবে আমাদের জরিমানা করা হয়।

এর আগে গত ৭ জানুয়ারি মেহেরপুরের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট-১ম আদালতের বিচারক এস এম শরিয়ত উল্লাহ অবৈধ ইটভাটা বন্ধ সহ ইট ভাটার মাটি পড়ে সরকারী রাস্তার ক্ষতি, জনদুর্ভোগ সৃষ্টি, সড়ক চলাচলকারীদের জন্য জীবনের হুমকী বিষয়টিকে দন্ডবিধির ২৯০ ও ৪৩১ ধারা অনুযায়ী ফৌজদারী অপরাধ হিসাবে গণ্য করে স্ব-প্রণোদিত আদেশ জারী করে ২৩ জানুয়ারীর মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল পূর্বক ব্যবস্থা নিতে বিশেষ পুলিশ সুপার, পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই) কুষ্টিয়াকে এবং উপ-পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, কুষ্টিয়াকে নির্দেশ দিয়েছেন।

জীবননগর ও দর্শনায় পরিবেশ অধিদপ্তরের অভিযানে ৪টি ইটভাটা মালিককে জরিমানা

দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকায় চুয়াডাঙ্গার দর্শনা ও জীবননগরে ইটভাটায় পোড়ানো হচ্ছে কাঠ ও মাটি বহন ট্রাক্টরের শব্দে ৬ গ্রামের মানুষের ঘুম হারাম শিরোনামে সংবাদ প্রকাশিত হয়।

এ সংবাদের জেরে খুলনা ও কুষ্টিয়া পরিবেশ অধিদপ্তর বিভিন্ন ইটভাটায় অভিযান পরিচালনা করেন।

এসময় অভিযানিকদল বিভিন্ন অপরাধে ভ্রাম্যমান আদালতে ৪ ইটভাটা মালিককে ১০ লক্ষ টাকা জরিমানা আদায় করেন।

সোমবার বিকাল ৪ টায় খুলনা বিভাগীয় পরিবেশ অধিদপ্তরের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিষ্ট্রেট মো. শবিরুল ইসলামের নেতৃত্বে পরিবেশ অধিদপ্তরের ৬ (ক) ধারায় ও ১৬ ধারার দন্ড বিধি মোতাবেক বিভিন্ন অপারাধে স্টার ব্রিকসের মালিক ইদ্রিস আলীকে ২ লক্ষ টাকা ও একই অপরাধে সুপার ব্রিকসের মালিক ফরমান আলীকে ২ লক্ষ টাকা জরিমানা আদায় করেন। এসময় অভিযানিক দল ভাটা মালিকদের হুশিয়ারি করে দিয়ে বলেন, কোন রকম ভাটায় কাঠ পোড়ানে চলবে না। এর আগে দুপুর ২ টার দিকে জীবননগর উপজেলার ২টি ইটভাটায় পরিবেশ অধিদপ্তরের একই অভিযানিকদল অভিযান চালায়। এ অভিযানে জীবননগরে উপজেলার অনিক ইট ভাটায় পরিবেশ অধিদপ্তর অভিযান চালিয়ে ইটভাটার মালিক রাজ্জাককে বিভিন্ন অপরাধে ৩ লক্ষ টাকা জরিমানা আদায় করেন। পরে একই অপরাধে এমএআর ইটভাটা মালিককে ৩ লক্ষ টাকা জরিমানা করেন। এ অভিযানিক দল সাংবাদিকদের জানান, আমাদের এ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

উল্লেখ, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার দর্শনা থানাধীন আকন্দবাড়িয়া গ্রামে অবস্থিত ইদ্রিস আলীর স্টার ব্রিকস ও দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা পৌর এলাকার ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামে অবস্থিত ফরমান আলীর সুপার ব্রীকসের নামে
কয়েকদিন পূর্বে দর্শনায় দুটি ইটভাটার কারনে ৬ গ্রামের মানুষ অতিষ্ট : রাত- দিন ২৪ ঘন্টা খাল ও কৃষি জমির মাটি কাটার মহোৎসব : প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা শিরোনামে স্থানীয় ও জাতীয় পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হয়।

সংবাদ প্রকাশের জেরে গতকাল সোমবার বিকালে পরিবেশ অধিদপ্তর খুলনা বিভাগীয় কার্যালয়ের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিষ্ট্রেট মোঃ শবিরুল ইসলাম এর নের্তৃত্বে চুয়াডাঙ্গার দর্শনা আকন্দবাড়িয়া গ্রামে অভিযানিক দল সত্যতা পাওয়ায় দুটি ইটভাটায় অভিযান পরিচালনা করেন।

এ অভিযানে দুটি ইটভাটায় ভ্রাম্যমান আদালত বসিয়ে ২ লক্ষ করে ৪ লক্ষ টকা জরিমানা করেন। এ ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা ও রায় প্রদান করেন পরিবেশ অধিদপ্তর খুলনা বিভাগীয় খুলনা কার্যালয়ের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিষ্ট্রেট মোঃ শবিরুল ইসলাম। দন্ডপ্রাপ্তরা ঘটনাস্থলে জরিমানার টাকা পরিশোধ করে অন্যান্য দন্ড থেকে রেহায় পান।

এ অভিযানে সহায়তা করেন কুষ্টিয়া পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও চুয়াডাঙ্গা সদর থানার এসআই আফজাল হোসেন, এএসআই সাদ্দাম হোসেন সহ সঙ্গীয় পুলিশ সদস্যরা।

মেহেরপুরে ইটভাটার কাদামাটি সড়কে, আদালতের স্বপ্রণোদিত মামলা

মেহেরপুরের সড়কগুলো ইটভাটার কাদামাটিতে পথচারীদের দূর্ভোগ হওয়ায় আদালত স্বপ্রণোদিত হয়ে মামলা দায়ের করেছেন। গত ৩ জানুয়ারি একটি জাতীয় দৈনিকে এ সংক্রান্ত রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। রিপোর্টটি মেহেরপুর আমলী ম্যাজিস্ট্রেটের নজরে এলে তিনি স্বপ্রণোদিত হয়ে মামলাটি দায়ের করেন।

গতকাল শনিবার দুপুরে মামলার শুনানি মেহেরপুর আমলী আদালতের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এস, এম, শরিয়ত উল্লাহ্ এই আদেশ প্রদান করেন। আদেশে ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার নিচে নয় এমন কর্মকর্তাকে দিয়ে তদন্তপূর্বক আগামী ২৩ জানুয়ারির মধ্যে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য বিশেষ পুলিশ সুপার, পিবিআই, কুষ্টিয়াকে নির্দেশ প্রদান করা হয়। একই সাথে অবৈধ ইট ভাটার বিষয়ে উপপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, কুষ্টিয়াকে স্বতন্ত্র প্রশাসনিক তদন্ত এবং আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করা হয়।

সংবাদে উল্লেখিত বিষয়টি সত্য হলে তা দণ্ডবিধির ধারা ২৯০, ৪৩১ সহ ইট প্রস্তুত ও ভাটা (নিয়ন্ত্রণ) আইন অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ মর্মে উল্লেখ করে এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ তদন্তপূর্বক দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ সমীচীন মর্মে আদেশে উল্লেখ করা হয়।

সংবাদে উল্লেখ করা হয়েছে, জেলায় ১০৩টি ইটভাটার অধিকাংশ অবৈধ এবং আবাসিক এলাকা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংলগ্ন জমিতে স্থাপন করা হয়েছে। যা দণ্ডবিধিতে শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

কোনোরূপ ব্যর্থতা ব্যতিরেকে আগামী ২৩ জানুয়ারির মধ্যে ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার নিচে নয় এমন কর্মকর্তাকে দিয়ে তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের জন্য বিশেষ পুলিশ সুপার, পিবিআই, কুষ্টিয়াকে নির্দেশ প্রদান করা হয়।

দামুড়হুদায় অবৈধ ভাবে গড়ে উঠেছে ইটভাটা অবাধে পোড়ানো হচ্ছে কাঠ

দামুড়হুদায় সরকারী নিয়ম-নিতির তোয়াক্কা না করে যত্রতত্র ভাবে গড়ে তোলা হয়েছে ইটভাটা। এসব ভাটায় অবাধে পোড়ানো হচ্ছে কাঠ ও ফসলি জমির মাটি। যেমন পরিবেশ দুষন হচ্ছে, তেমনি বাড়ছে রোগবালাই। এতে করে উজার হচ্ছে বাগান তেমনি উর্বরতা হারাচ্ছে কৃষি জমি, একই ভাবে নষ্ট হচ্ছে সড়ক। এসব ভাটা ঘন বসতি গ্রাম থেকে বেশির ভাগই গড়ে উঠেছে এক থেকে দুই কিলোমিটারের ভিতরে তেমনি তিন ফসলি জমিতে।বেশির ভাগই নেই লাইসেন্স,পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র।

তথ্য সূত্রে জানাগেছে, দামুড়হুদা উপজেলায় ৪০টি ইটভাটা রয়েছে এরমধ্যে ৩০টি নিবদ্ধিত পরিবেশ অধিদপ্তরের লাইসেন্স বা ছাড়পত্র নেই। এগুলো অবৈধ ভাবে পরিচালিত হচ্ছে।হাতে গোনা কয়েকটির বৈধ কাগজপত্র থাকলেও অধিকাংশ ভাটাই জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে কাঠ। তবে এর অধিকাংশই ফসলি জমির পাশে। এসব ভাটার পাশের জমিতে রয়েছে আমন ধানসহ বিভিন্ন ফসল। ভাটা থেকে নির্গত কালো ধোঁয়ায় ধানক্ষেত বিভিন্ন ফসল ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার আশঙ্কা করছেন কৃষকরা। এতে ভাটার আশপাশের গ্রামীণ জনপদের জনস্বাস্থ্য মারাত্মক হুমকির মুখে পড়ছে।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায় দামুড়হুদা উপজেলার চুয়াডাঙ্গা দর্শনা প্রধান সড়কের সাথে জয়রামপুর শাহ্ পাড়ায় গড়ে উঠেছে শেখ ব্রিকস, দামুড়হুদা মুজিবনগর সড়কের সাথে গড়ে উঠেছে দেশ ব্রিকস, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ছাড়িয়ে রয়েছেন সোনালী ব্রিকস, একই সড়কের নাপিতখালি বদনপুর মোড় নামক স্থানে মসজিদ ও কোমলমতি শিশুদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশে গড়ে তুলা হয়েছে রেড ব্রিকস ও বোস ব্রিকস, কিছু পথ এগিয়ে মোক্তারপুর নামক স্থানে গড়ে উঠেছে রেড ব্রিকস -২, কার্পাসডাঙ্গা- মুজিবনগর সড়কের কানাঈডাঙ্গা মোড়ের আগের ২ টি ভাটা সহ উপজেলার বেশির ভাগ ইটের ভাটাগুলোতেই পুড়ছে কাঠ, ইটের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার হচ্ে◌েছ ফসলি জমির মাটি। তবে

দুঃখ জনক আর অপ্রিয় হলেও সত্য যে, এ সকল ইটের ভাটা গুলো বছরের পর বছর একই ভাবে অবৈধ উপায় অবলম্বনে চালিয়ে আসলেও অদৃশ্য শক্তিতে বছরের পর ভাটা গুলোর কার্যক্রম চালিয়ে আসলেও উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা নেওয়া হয় না বলে দাবি সচেতন মহল, পথচারী সহ শিক্ষার্থীদের।
পরিবেশবিশেষজ্ঞদের মতে, ইটভাটা সৃষ্ট দূষণে বয়স্ক ও শিশুরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইটভাটার কালো ধোঁয়ার কারণে মানুষের ফুসফুসের সমস্যা, শ্বাসকষ্ট ও ঠান্ডাজনিত নানা রোগ বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। এদিকে ভাটায় ফসলি জমির মাটি ব্যবহার করায় শতশত হেক্টর কৃষি জমির উর্বরতা হারাচ্ছে।কয়লার দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় ব্যাপক হারে ভাটায় ব্যবহার করা হচ্ছে জ্বালানি হিসাবে কাঠ। কাঠ ব্যবহারের ফলে উজাড় হচ্ছে এলাকার গাছপালা।ট্রাক্টরে করে মাটি ও কাঠ বহনের ফলে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সড়কগুলো।বেপরোয়া ভাবে চলাচলকারী ট্রাক্টর থেকে ঝরেপড়া মাটি বালিতে দামুড়হুদা বাস স্ট্যান্ড থেকে জয়রামপুর শেখপাড়া পর্যন্ত ট্রাক্টর থেকে মাটি পড়ে আস্তরণ সৃষ্টি হয়েছে বোঝা যাচ্ছে না এটা পাকা রাস্তা না কাঁচা রাস্তা, বৃষ্টি হলেই ঘটতে পারে বড় ধরনের দুর্ঘটনা।স্কুল কলেজে যাতায়াতকারী শিক্ষার্থীদের যাতায়াতে যেমন চরমভাবে বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে তেমনি দুর্ঘটনার ও আশংখা করছে অভিভাবকরা।

এবিষয়ে স্কুল চলাকালিন সময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংলগ্ন সড়কের ট্রাক্টর চলাচল বন্ধ রাখতে থানার সরনাপন্ন হতে হচ্ছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ভাটা মালিক বলেন, ভাটাগুলো যখন গড়ে তোলা হয় তখন এর আশেপাস কোন বসুতি এলাকা ছিলোনা। জনসংখা বৃদ্ধির কারনে বসতবাড়ী গড়ে উঠায় বসুতি এলাকা হয়ে গেছে। তার কয়লা ও কাঠের দুটি ভাটা রয়েছে। কাঠ পোড়ানোর বিষয় তিনি বলেন,কয়লার দাম ব্যপক হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় কয়লা দিয়ে ইট পোড়ানো অসম্ভব হয়ে পড়েছে। কয়লা দিয়ে ইট পোড়ানো হলে ত্রিশ হাজার টাকার উপরে ইট বিক্রি করতে হবে। বাধ্য হয়ে কাঠ পোড়ানো হচ্ছে।তিনি আরো বলেন দীর্ঘদিন আগে পরিবেশ অধিদপ্তর বরাবার সোনালী ব্যংকের মাধ্যমে টাকা জমা দেওয়া হলে ও তারা পরিবেশের ছাড়পত্র দিচ্ছে না।

উপজেলার পাটাচোরা গ্রামের মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি মোশারফ হোসেন বলেন,তাদের গ্রামের ভৈরব নদীর সন্নিকটে রয়েছে,প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ের সামনের সড়ক দিয়ে প্রতিনিয়ত ট্রাক্টরে করে ভৈরর খনন করা মাটি বহন করে ইটভাটা সহ বিভিন্ন স্থানে নেওয়া হচ্ছিল। বেপরোয়া গাড়ি চালানোর কারনে ধুলা

বালি উড়ার কারনে ও দুর্ঘটনার আশংকা নিয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যাতায়াত কারী শিক্ষার্থী সহ পথচারিদের ঝুকি নিয়ে চলাচল করছিল। এমন অবস্থায় দামুড়হুদা মডেল থানার সহায়তায় স্কুল চলাকালীন সময় মাটি বহন বন্ধ করা হয়েছে।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা আব্দুল ওদুদ শাহ ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ কামাল উদ্দিন বলেন, বিষয়টি খুবই খারাপ হচ্ছে। রাস্তার উপরে মাটির স্তুপ জমে ধুলাবালিতে রাস্তার পরিবেশ খারাপ হয়ে যাচ্ছে। ছাত্র-ছাত্রীদের সমস্যা হচ্ছে। একটু বৃষ্টি পড়লেই রাস্তার অবস্থা আরো খারাপ হবে, এক্সিডেন্ট হবে। আগে থেকেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। বিষয়টির উপর প্রশাসনের যথাযথ কর্তৃপক্ষের সুদৃষ্টি কামনা করেন তিনি।

উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মনিরুজ্জামান বলেন, ইটভাটা প্রায় সবই তিন ফসলি জমিতে গড়ে উঠেছে। এতে করে নির্গত কালো ধোঁয়ায় ধানক্ষেত বিভিন্ন ফসল ব্যাপক ক্ষতি হয়। এছাড়া ও নতুন ভাটাবৃদ্ধি না পেলেও প্রতিবছর ভাটা সম্প্রসারিত হওয়ায় ফসলি জমি কমে যাচ্ছে। ফসলি জমি থেকে মাটির উপরের অংশ কেটে নেওয়ায় জমির উর্বরতা হারাচ্ছে।এসব ভাটা পরিবেশের পাশাপাশি কৃষি জমির ক্ষতি করছে।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার সানজিদা বেগম বলেন, উপজেলায় ভাটা চালু হওয়ার শুরুতেই অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে কয়েকটি ভাটায় জরিমানা করা হয়েছে এবং অভিযান অব্যহত থাকবে।

উল্লেখ্য,১৩ নভেম্বরের পর থেকে ৭ দিনের মধ্যে সারা দেশের ন্যায় চুয়াডাঙ্গা জেলার অবৈধ ভাবে নির্মিত হওয়া ইট ভাটার কার্যক্রম ও জ্বালানি হিসেবে ইটভাটার কাঠের ব্যবহারে বন্ধের নির্দেশনা দিলেও ৭ দিন পেরিয়ে মাসের কাছাকাছি আসলেও চুয়াডাঙ্গা জেলাতে আদালতের নির্দেশনা বাস্তবতানের জন্য সংশ্লিষ্টদের তেমন কোন পদক্ষেপ নিতে দেখা যায় নি এখনো পর্যন্ত।ফলে এ উপজেলার অবৈধ ভাটা গুলোতে প্রকাশ্যেই চলছে অবৈধ উপায় অবলম্বন করে ইট পোড়ানোর মহোৎসব।

মেহেরপুরে দেড় হাজার বিঘা জমি ইটভাটার পেটে

প্রশাসনের উদাসীনতায় মেহেরপুর জেলায় প্রায় দেড় হাজার বিঘা তিন ফসলি জমি এখন ইটভাটার পেটে। ফসলি জমিতে যত্রতত্র ইটভাটা গড়ে ওঠায়, জেলায় কমেছে ফসলের উৎপাদন। একদিকে ফসলের উৎপাদন কমেছে, অপরদিকে কয়লার পরিবর্তে কাঠ পোড়ানোর জন্য পরিবেশের মারাত্বক ধ্বস নেমেছে। আর সেই সাথে উজাড় হচ্ছে জেলার বনাঞ্চল।

ইটভাটা মালিকরা জানান, একটি ইটভাটাতে এক সিজিনে প্রায় এক লাখ টন কাঠ পোড়ানো হয়ে থাকে। ইটভাটাগুলোতে জড়ো করা হয়েছে শত শত লক্ষ মন কাঠ।

প্রশানের নাকের ডগায় ইটভাটাগুলোতে কাঠ জড়ো করলেও নিরবে রয়েছেন মেহেরপুর জেলা প্রশাসন। প্রশাসনিক পদক্ষেপ না থাকায় ইটভাটা মালিকরা আইনের তোয়াক্কা করছেন না। ফলে বিপর্যয়ের মুখে জেলার পরিবেশ। জেলা প্রশাসন, পরিবেশ অধিদফতর, ভ্যাট ও ট্যাক্স বিভাগকে ম্যানেজ করেই প্রতিবছরের ন্যায় এবারো জেলায় ১০৫ টি ইটভাটায় পুড়ানো হচ্ছে কয়লার পরিবর্তে কাঠ।
মেহেরপুর জেলায় পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে মাত্র একটি ইটভাটা জানালেন পরিবেশ অধিদপ্তর কুষ্টিয়া অঞ্চলের উপপরিচালক (ডিডি) আতাউর রহমান।

তবে, মেহেরপুর জেলা ইটভাটা মালিক সমিতির সভাপতি ও জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব গোলাম রসুল জানিয়েছেন, মেহেরপুর সদর উপজেলার ইটভাটাগুলোর ৭০ ভাগই এখন পরিবেশ বান্ধব ইটভাটা। তিনি বলেছেন, পরিবেশ অধিদপ্তরের বর্তমান যে আইন বিদ্দমান রয়েছে। সেখানে সারা বাংলাদেশের একটি স্থানেও ইটভাটা গড়ে ওঠা সম্ভব নয়। তাই পরিবেশ অধিদপ্তরের কাছে আমরা ইটভাটা মালিক সমিতি পরিবেশ আইন কিছুটা শিথীল করে ইটভাটা মালিকদের ছাড়পত্র দিতে অনুরোধ জানিয়েছি। সরেজমিনে ঘুরে দেখা গেছে, সবগুলো ইটভাটার সামনে লাখ লাখ মন কাঠ জড়ো করে ইট পুড়ানো হচ্ছে।

জেলায় অবৈধভাবে গড়ে ওঠা এসব ইটভাটায় প্রতি মৌসুমে এক থেকে দেড় কোটি মণের উপরে কাঠ পোড়ানো হয়। দেশের সংরক্ষিত বনাঞ্চলের কাঠ ও স্থানীয়ভাবে সরবরাহকৃত কাঠ এসব ইটভাটায় বিক্রি করা হচ্ছে।

ইটভাটার চাহিদা মেটানোর জন্য অবাধে গাছপালা কাটা হয়। এর নির্গত ধোঁয়া যুক্ত হচ্ছে বায়ুমণ্ডলে অপরদিকে গাছপালা উজাড় হওয়ায় পরিবেশের মারাত্মক বিপর্যয় হচ্ছে। শুধু পরিবেশ নয়, মারাত্বক ঝুঁকির মধ্যে পড়ছে মাঠের উঠতি ফসল। কারন জেলার তিন ফসলি কৃষি জমিগুলোতেই তৈরী করেছেন ইটভাটা। ইটভাটায় কাঠ পুড়ানো এখনই বন্ধ করা না গেলে সবাইকে দিতে হবে বড় ধরনের খেসারত।

গাংনী হাসপাতালের চিকিৎসক ডা. এমকে রেজা বলছেন, ইটভাটায় নির্গত কালো ধোঁয়ায় মানুষের শ্বাসকষ্ট, হাঁপানি, ক্যান্সারসহ নানা রোগের সৃষ্টি করে। কার্বন-ডাই অক্সাইড ফসল ও পরিবেশ নষ্ট হয়।

মেহেরপুর জেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা (ডিডি) স্বপন কুমার খা বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিন ফসলি জমিতে ইটভাটা স্থাপন যাতে না হয় সে ব্যাপারে কঠোর পদক্ষেপ নেয়ার জন্য সরকার বলেছেন। তারপরেও প্রতি বছরই জেলাতে ইটভাটা বৃদ্ধি পাচ্ছে।
ইট পোড়ানো নিয়ন্ত্রণ আইনে আবাদি জমিতে কোন ইটভাটা তৈরি করা যাবে না ফিক্সড চিমনি ব্যবহার করতে হবে। এছাড়াও কাঠ পোড়ানো যাবে না। কিন্তু মেহেরপুর জেলায় এ আইনের কোনো তোয়াক্কাই করা হয়নি। অথচ, জেলা প্রশাসন উপজেলা প্রশাসন বলে দফতর আছে।

গাংনীর ইটভাটা মালিক নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেছেন, আমরা কর্মকর্তাদের ম্যানেজ করেই কাঠ পোড়াচ্ছি। মাঝে মাঝে লোক দেখানো কিছু মোবাইল কোর্ট করা হবে। যেটা আমরা তাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ। নাম না প্রকাশ করার শর্তে হিজলবাড়িয়া মালশাদহ রোডের কয়েজন ভাটা মালিক জানান, ভাই এসব বলে কি হবে। সঠিক কথাটা বললেই কালকে আমার ভাটা বন্ধ হয়ে যাবে।

পরিবেশ অধিদফতর কুষ্টিয়া উপ পরিচালক মোহাম্মদ আতাউর রহমান বলেন, মেহেরপুর জেলায় দুইটা জিকজাগ ভাটার পরিবেশ অধিদফতরের ছাড়পত্র থাকলেও হালনাগাদ আছে মাত্র একটির। বর্তমানে ১২০ ফিট চিমনিরও কোন অনুমোদন নেই। ইটভাটাগুলোতে কাঠপোড়ার বিরুদ্ধে আমরা দ্রুত আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করব। আল্পদিনের মধ্যেই আমরা ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা শুরু করবো।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খাঁন বলেন, আমরা কাঠ পুড়ানোর ব্যাপারে ভাটা মালিকদের কঠোর বার্তা দিয়েছি। ইট ভাটাতে শুরুতে কিছু কাঠ পোঁড়ানো লাগে। এছাড়া যেসব ভাটাতে কাঠ পোড়াচ্ছে তাদের তালিকা দিলে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

কুষ্টিয়ার ১৭টি ইটভাটাকে ৪২ লাখ ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় অভিযান পরিচালনা করে অবৈধভাবে ইটভাটা পরিচালনা ও কাঠ পোড়ানোর দায়ে ১৭টি ইটভাটা থেকে ৪২ লাখ ৫০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

আজ রবিবার পরিবেশ অধিদপ্তর ঢাকার নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সাঈদা পারভীনের নেতৃত্বে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান পরিচালিত হয়।

অভিযানে কুষ্টিয়া পরিবেশ অধিদপ্তরের উপপরিচালক আতাউর রহমান, সহকারী পরিচালক কমল কুমার বর্মণসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়া পরিবেশ অধিদপ্তরের উপপরিচালক আতাউর রহমান জানান, ভেড়ামারায় ১৭টি ইটভাটায় অভিযান চালিয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন আইন ২০১৩ সংশোধিত ২০১৯ আইন অনুযায়ী ৪২ লাখ ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এর মধ্যে এমএইচটি ইটভাটাকে ২ লাখ ৫০ হাজার টাকা, আরএমবি এবং এমআরআই ইটভাটাকে ২ লাখ ৫০ হাজার টাকা করে, মানিক ব্রিকসকে ২ লাখ টাকা, এমএইচ ব্রিকসকে ১ লাখ টাকা, এএমবি ব্রিকসকে ৪ লাখ টাকা, আরবিএফ ব্রিকসকে ২ লাখ টাকা, এমবিএফ ব্রিকসকে ৪ লাখ টাকা, বিবিএফ ব্রিকসকে ৪ লাখ টাকা এবং ফোর স্টারকে ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা জরিমানাসহ মোট ১৭টি ইট ভাটায় জরিমানা করা হয়েছে।

তিনি আরও জানান, কুষ্টিয়া জেলায় মোট ১২৬টি ইটভাটা রয়েছে। যার মধ্যে মাত্র ১৮টি ইটভাটার বৈধ লাইসেন্স রয়েছে। অবৈধ এসব ইটভাটার বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত থাকবে।

দেদারছে কাঠ পোড়ানো হচ্ছে মেহেরপুরের ইটভাটা গুলোতে

শীত মৌসুমেই ইটভাটা গুলোতে দেওয়া হয় আগুন। মেহেরপুরেও এর ব্যাতিক্রম হয়নি। জেলায় শতাধিক ইটভাটা গুলোতে জ্বলছে দাওদাও করে আগুন। আর এই আগুন জ্বালাতে ব্যবহার হচ্ছে কাঠ।

প্রতি বছরেই লক্ষ লক্ষ মন কাঠ পুড়ে ছাই হচ্ছে ভাটার আগুনে। ইট ভাটা গুলোতে কয়লা ব্যবহার করার নির্দেশনা থাকলেও মানা হচ্ছে না। অবাধে পোড়ানো হচ্ছে কাঠ।

জেলায় জিকজাক ভাটাগুলোর মধ্যে ২টির পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র থাকলেও নবায়ন হয়েছে একটির। বাকিগুলোর আছে শুধু ট্রেড লাইসেন্স, নেই পরিবেশগত ছাড়পত্র।

ইট পোড়ানো নিয়ন্ত্রণ আইনে (১৯৮৯ ও ২০০১) উল্লেখ আছে, আবাদি জমিতে কোন ইটভাটা তৈরি করা যাবে না ফিক্সড চিমনি ব্যবহার করতে হবে। এছাড়াও কাঠ পোড়ানো যাবে না।

এসকল ভাটায় প্রতি মৌসুমে গড়ে ৯০ লাখ মন কাঠ পোড়ানো হয়। এসব জ্বালানী কাঠ আসে সংরক্ষিত বা গৃস্থালীর বাগান থেকে। এইভাবে কাঠ পোড়ানো থামানো না যায় তবে একদিকে যেমন জ্বালানী কাঠের সংকট দেখা দিবে অন্য দিকে কালো ধোয়ায় পরিবেশও নষ্ট হচ্ছে।

আবাসিক এলাকার সাথেই এসকল ইটভাটা স্থাপন করাই পরিবেশ যেমন নষ্ট হচ্ছে, তেমনি নষ্ট হচ্ছে আবাদী জমি, উজাড় হচ্ছে গাছ পালা, ভারসাম্য হারাচ্ছে প্রকৃতি।

জেলা প্রশাসনের তৎপরতায় ব্যারেল চিমনি দিয়ে ইটভাটা চালু করতে না পারলেও ফিক্সড চিমনীর ইট ভাটায় অবাধে পুড়ছে কাঠ। সেই সাথে কাঁদামাটিতে পিচ রাস্তাগুলোও চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে।

ভাটা মালিক সমিতি সূত্রে জানা যায়, এ বছরে হিসেবে ৫০টির মতো ইটভাটা চালু রয়েছে। কোন ভাটারই পরিবেশগত কোন ছাড়পত্র নেই।

বুড়িপোতা ইউপি সদস্য ওয়াসিম আলী বলেন, একটি ইটভাটা তৈরি করতে কমপক্ষে ৭/৮ একর জমির প্রয়োজন হয়। অনেক সময় মাটির প্রয়োজন হলে এলাকার লোকজনের কাছ থেকে আবাদি জমির উপরের এক থেকে দেড়-দুই ফিট

মাটি কেটে ইট তৈরির জন্য সংরক্ষণ ও ব্যবহার করা হয়। এতে ফসলী জমির উর্বরতা শক্তি নষ্ট হয়।

এছাড়াও ভৈরবের মাটি অনেক অসাধু লোক রাতের অন্ধকারে কেটে নিয়ে ভাটায় ব্যবহার করছে।

তেরোঘরিয়া গ্রামের আব্দুস সামাদ বলেন, আমাদের গ্রামের রাস্তার পাশে পুকুর করে দেওয়ার কথা বলে স্কেবেটর মেশিন দিয়ে মাটি কেটে নিয়ে যাচ্ছে। এতে অনেক সময় পাশের জমির অংশও ভেঙ্গে পড়েছে ফলে সেই জমির মালিক ও পুকুর করে মাটি দিতে বাধ্য হয়।

আবার ট্রাক্টর ট্রলিতে মাটি বহন করে ভাটায় নিয়ে আসার সময় রাস্তায় মাটি পড়ে সাধারণ মানুষ দূর্ভোগের মধ্যে পড়ে। একটু ভারি কুয়াশা বা হাল্কা বৃষ্টিতে পাকা সড়কগুলো মরণ ফাদে পরিনত হয়।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের চিকিৎসক দেলোয়ার রহমান বলেন, ইটভাটায় নির্গত কালো ধোয়ায় মানুষের শ্বাসকষ্ট, হাঁপানি, ক্যান্সারসহ নানা রোগের সৃষ্টি হয়। তাছাড়া অতিরিক্ত কার্বণ-ডাই অক্সাইডের কারণে ফসল ও এলাকার পরিবেশ নষ্ট হয়।

জেলা ভাটা মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক এনামূল হক জানান, কোনো কোনো ভাটা মালিকরা কাঠ পোড়ায় কাঠের সহজ প্রাপ্যতায়। এবার কয়লা দিয়েও ইট পোড়ানো হচ্ছে। তাছাড়া কয়লা ব্যবহারের কারিগরের অভাব অন্যতম।

পরিবেশ অধিদপ্তর কুষ্টিয়া উপপরিচালক মোহাম্মদ আতাউর রহমান জানান, মেহেরপুর জেলায় দুইটা জিকজাক ভাটার পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র থাকলেও হালনাগাদ আছে একটির। বর্তমানে ১২০ ফিট চিমনিরও কোন অনুমোদন নেই। তবে কোন ভাটাতেই কাঠপোড়াতে দিবো না,খুব শিঘ্রই অভিযান পরিচালনা করা হবে।

সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মাসুদুল আলম বলেন, জেলা প্রশাসকের নির্দেশে আমরা এ পর্যন্ত ৪২ টি ব্যারেল চিমনীর ইটভাটা বন্ধ করে দিয়েছি। ইটভাটায় কাঠের ব্যবহারের অভিযোগ আমরা পেয়েছি। এ ব্যপারে জেলা প্রশাসকের নিদের্শে আমরা পদক্ষেপ নিবো।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক আতাউল গনি বলেন, আপনারা জানেন ইতোমধ্যে যেগুলো ব্যারেল চিমনির প্রস্তুতি নিয়েছিলো সেগুলো গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। যেসব ইটভাটায় কাঠ ব্যবহার করছে আমরা তাদের

বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা গ্রহন করবো।

মেপ্র/ইএম